ভোরের কাগজ

তারিখ ... 17 NOV 1988 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ২ ...

কেমন আছেন বেসরকারি স্কুল-কলেজের শিক্ষকরা?

'সারা বছর জ্ঞান বিতরণ বেতন সবই বাকি,/ঘর-সংসার চলবে এখন হাওয়া খেয়ে নাকি?

বেসরকারি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল-কলেজের শিক্ষক-কর্মচারীরা প্রায় সম্পূর্ণভাবে মাসিক বেতনের সরকারি অংশের ওপর নির্ভরশীল। অথচ বেতন প্রদানের সরকারি যে ধরন চালু রয়েছে তাতে তিন মাস অতিবাহিত হওয়ার পর এক মাসের বেতন শিক্ষকদের হাতে পৌঁছে। ফলে স্ত্রী, পুত্র-কন্যা নিয়ে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হয় শিক্ষকদের। এ অবস্থায় শিক্ষক নিজে মানুষ গড়ার কারিগর হয়েও নিজের সন্তানকে গড়ার তেমন কিছুই করতে পারছেন না। এ দেশের শতকরা ৯০টি স্কুল-কলেজই বেসরকারি। সমমানের শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে যারা সরকারি স্কুল-কলেজে শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত, তাদের অবস্থা সোনায় সোহাগা। একই দেশে এবং একই পেশায় এমনিতর বৈষম্যদৃষ্টির নজির বিশ্বের অন্য কোনো দেশে আছে বলে আমার জানা নেই। সামাজিক এ অবক্ষয়ের যুগে শিক্ষকদের এখনো সমাজ কিছুটা শ্রদ্ধার চোখে দেখে। কিন্তু মাসের পর মাস এভাবে বেতন পাওয়া না গেলে বর্তমান দুর্মূল্যের বাজারে একজন শিক্ষক তার ন্যূনতম সামাজিক মর্যাদা কিভাবে রক্ষা করবে? বাস্তবিকই বোঝা যায় বেসরকারি শিক্ষকদের আর্থিক দুর্গতি দেখার বুঝি এ জগতে কেউ নেই।

যে দেশে প্রতিবছর সর্বোচ্চ বাজেট বরাদ্দ হয়ে থাকে শিক্ষাখাতে। অথচ সে দেশের শিক্ষক মহল জানুয়ারির বেতন পেয়ে থাকে মার্চের শেষ সপ্তাহে। সত্যিই সেলুকাস! কি বিচিত্র এই দেশ!

বিগত দিনের কোনো সরকারই বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের সমস্যা নিরসনের প্রয়াস পাননি।

প্রয়াস শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবী আবুল ফজলের ভাষায় 'শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষিত জনশক্তি তৈরির কারখানা আর রাষ্ট্র ও সমাজদেহের সকল চাহিদার সরবরাহ কেন্দ্র। এখানে ত্রুটি ঘটলে জাতিকে পঙ্গু না করে ছাড়বে না। জাতিকে পঙ্গুত্বের অভিশাপ থেকে রক্ষা করে দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার প্রত্যাশায় বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মোঃ আবুল কাশেম
সিনিয়র শিক্ষক
শ্রীনগর, মুন্সীগঞ্জ।